

# কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৪)

“বাদল দিনের প্রথম কদমফুল ” কিং বা “আষাঢ়স্য প্রথম দিবস” -র অনুভূতি কেমন রবীন্দ্রনাথকে উতলা করে দিতো । অর্ধ দশক বরফের উপত্যকায় বাস করে প্রথম তুষারপাতের অনুভূতি কী তেমনি আমাদের মনে কোন রেখাপাত করে? করেই হয়তো । পেজা তুলোর মতো থাক থাক থোক থোক শ্বেতশুভ্র বরফের পাপঁড়ি যখন জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় । বা, হঠাৎ হেঁটে চলা পথে যখন অপ্রস্তুত মাথার কালো চুলে জমে থাকে বরফের সাদা আস্তর । অথবা, চলতি পথে হঠাৎ বরফে ঢেকে যাওয়া গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় বরফে ঢেকে দেয়া দিগন্ত । কার না গাইতে ইচ্ছে করে বরষার মতো বরফের কোন গান? মনটা বিষন্ন হয়ে যায় এভাবে যে- হয়, তুষার পাতের এমন কোন বাংলা গান আমি জানি না ।

তবে এটা জানি । বৃষ্টির দিনের মতো তুষারপাতের দিনগুলোতেও মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় । চারদিক ঢেকে দেয়া বরফের সাদা রং মনের কোথায় যেনো বেদনার কালো ছড়িয়ে দেয় । আর থাকিতে চাহে না ঘরে মন । কী প্রচণ্ড মন খারাপের দিনগুলো আসতো প্রতিটি বরষার দিনে । কিছুই যেনো করার নেই । বসে বসে শুধু বৃষ্টির শব্দ শোনা আর স্মৃতি-বেদনার মালা গাঁথা । যখন ছিলেম গ্রামে, টিনের চাঁলের বৃষ্টির শব্দ সব কিছুকে নিঃশব্দতায় ঢেকে দিতো । বাইরের কোলাহল থামিয়ে দিয়ে মানুষকে কেমন আত্মমগ্নতায় ঢুকিয়ে দেয় বরষার বৃষ্টি ।

এক বার ভরা বর্ষায় বিলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম ছই তোলা নৌকায় । ভেতরে আমাদের পুরো পরিবার বসে আছি চুপচাপ ছইয়ের নীচে । পেছনের গলুইয়ে মাথাল মাথায় নৌকার মাঝি বৈঠা দিয়ে হাল ধরে আছে । ঢেউ না তোলা বাতাসে কোন বেগই লাগছে না পালে । অবর -অঘোর ধারায় নামছে মুষল ধারার জল । বাইরের বৃষ্টির ভারি ফোঁটা ভরা বিলে ঐকে দিচ্ছে কোন চিত্রকরের নিপুন হাতের অপরূপ এক চিত্র মাধুরী । অতিকষ্টে জলের ছাট থেকে নিজের মাথাখানি বাঁচিয়ে বৈঠার আঘাতে সেই জলের ক্যানভাসকে টুকরো টুকরো করে মাঝি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকাখানি । কখনো কখনো মাথায় বাঁধা গামছা দিয়ে মাথাল চুঁয়ানো জল সরিয়ে দিচ্ছে মুখমন্ডল থেকে । দেখা যাচ্ছে কী কোন গ্রাম ? কিংবা, গ্রামের দিগন্ত রেখা ? এভাবেই বিল ভেংগে ,জল কেটে কেটে নৌকা চলছে তো চলছেই । এততো বড় বিল ! যেনো জলের সমুদ্র ।

সেই বিল পথেই আরেক বার গ্রামে ফিরছি বৈশাখে । তখন তো আবাদ বলতে ছিলো ধান আর বাংলার সোনালী আঁশ পাট । ধানও মাত্র কয়েক প্রজাতির । কয়েক মাসেই ঘরে তোলা যায় এরকম আউশ । আর জলের সাথে মাথা তুলে বেড়ে উঠা আমন প্রজাতির বিভিন্ন ধান । আউশ আবার দু’রকমের । শুধু আউশকে বলা হয় জলি ধান । যেটা বিলের প্রায় সবটুকু জুড়েই আবাদ হতো । কেটে ফেলা হতো আষাঢ়ের জল আসার সাথে সাথেই । আর আমন -আউশের মিশানো আবাদে আউশ কেটে নেয়া হলে থাকতো আমন ধান । জল বাড়ে তো ধান বাড়ে । কত টুকু হলে তলিয়ে যায় আমন ধান ? হয়তো আচমকা জল বাড়ায় তলিয়ে গেলো

আমনের ডগা । মাত্র দিন কয়েকের ভেতরই মাথা উঁচিয়ে আবার জেগে উঠেছে সারা মাঠে আমন ধানের সদ্য গজানো পাতা । আবার ভাদ্র-আশ্বিনে জল থামলো তো ঘন হয়ে আসে আমন ধানের পাহাড় । সেই পাহাড় পেরিয়ে যায় সে কার সাধি । এক মানুষ- দেড় মানুষ সমান ধানের ভেতর লুকিয়ে থাকা যায় অনায়াসে ।

আজও কেমন মনে পড়ে স্বাধীনতার বছরের সেই শেষের দিনগুলোর কথা । আমাদের ব্যাপক বিপুল যৌথ পরিবারের জন্য দু'টো ঘাসি নৌকার পুরোটাই কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো রাতের বেলার আবাস স্থল । পরিবারে কত জন মানুষ হলে তাকে ব্যাপক -বিপুল বলা যাবে ? আমাদের পরিবারেরই ত্রিশ জন । তার সাথে পাশের গ্রাম থেকে পিসিমাদের পুড়িয়ে দেয়া বাড়ি থেকে আশ্রয় নেয়া আরও জনা দশেক । রাতের বেলা প্রতিটি নৌকায় তিন চারটে মশারি খাটিয়ে নৌকাগুলো ঢুকিয়ে দেয়া হতো সেই আমন ধানের ঘন -অরন্যে । নিমিষেই ঢেকে যেতো হেলে পড়া পথটুকু আমন ধানের সবুজ ডগায়। এমন দুস্থ-বান্ধব ধান । হানাদার পাকিস্তানী হায়েনারা তো নসি় , দেশীয় জম্ম-জানোয়ার রুপী রাজাকারের বাপের সাধিও ছিলো না খুঁজে বেড় করে পালিয়ে থাকা গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারকে । কিন্তু অসুবিধে হতো আমাদের মতো ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে । আমার ছোট বোনটি তখন মাস দুয়েক বয়সী । অকারনেই কেঁদে উঠে অবুঝ শিশুটি । ও কী বুঝে এ সবের ? এই স্বাধীনতার ? এই জীবনের সাথে যুদ্ধ করে করেই মরে যাওয়ার ? এই মানুষের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অমানুষের হাত থেকে তার মতো শিশুর পালিয়ে থাকার ? কিন্তু পালিয়ে থেকেও অনেক শিশুরাও কী সেদিন রেহাই পেয়েছিলো বর্বর পাকিস্তানী আর তাদের দেশীয় দোসরদের হাত থেকে?

( চলবে)

।। নভেম্বর ২৩ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

[sarkerbk@yahoo.com](mailto:sarkerbk@yahoo.com)